ই-শ্রম পোর্টাল এবং ইন-মাইগ্রেন্ট সংক্রান্ত কয়েকটি কথা

সৌম্যজিৎ রজক

কোভিড-১৯, লকডাউন, প্রবাসী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরা, ফেরার পথে অনেকের মরে যাওয়া। আমাদের মনে আছে। সে সময় প্রবাসী শ্রমিকদের স্বার্থে CITU সহ অন্যান্য কেন্দ্রিয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি বেশ কিছু দাবি তোলে। বিভিন্ন রাজ্যের হাই কোর্ট সহ সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকারের কাছে বিভিন্ন তথ্য চায়। যেমন দেশে প্রবাসী শ্রমিক সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সংখ্যা কত, কোন্ পেশায় কতজন আছেন, কোন রাজ্য থেকে কোন রাজ্যে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা কত, এই সংকটকালে তাদের জন্য আর্থিক বা অন্যরকম সাহায্যের কী ব্যবস্থা করেছে সরকার ইত্যাদি! নানা মহল থেকে দাবি উঠতে থাকে কতজন বাড়ি ফিরতে পারলেন আর কতজন রাস্তায় মারা গেলেন সেই সংখ্যা প্রকাশ করার। কিন্তু দেশের বেহায়া সরকার জানালো, তাদের কাছে নাকি কোনো তথ্যই নেই। মানে যে দেশের সিংঘভাগ শ্রমজীবী জনতা অসংগঠিত শ্রমিক, সেই দেশের সরকার অসংগঠিত শ্রমিকদের কোনো খোঁজখবরই রাখে না। নাম ধাম তো ছেড়েই দিন, মোট সংখ্যাটাও জানে না।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকারকে এক নির্দেশ দেয়। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে দেশের লক্ষ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে হবে। এই নির্দেশের ভিত্তিতেই গোটা দেশের সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকের একটা ডেটাবেস বা তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। এই তথ্যভাণ্ডারটির নাম e-Shram Portal (ই-শ্রম পোর্টাল) ।

কারা নাম তুলতে পারবেন এখানে?

১৬ থেকে ৫৯ বছর বয়সী নির্মাণ শ্রমিক, পথ হকার, গৃহভিত্তিক শ্রমিক/কুটির শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, গৃহ সহায়িকা, আশা কর্মী, প্রকল্প কর্মী, অঙ্গনবাড়ি কর্মী, বিড়ি মজদুর, জেলে, দুধ বিক্রেতা, রিক্সা চালক, অভিবাসী (মাইগ্রেন্ট) শ্রমিক, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক ও তদনুরূপ অন্য সব শ্রমিক যাঁরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন।

শেষোক্ত তিন ধরণের শ্রমিকের ব্যাখ্যা

১। অভিবাসী (মাইগ্রেন্ট) শ্রমিকঃ- সব ধরণের কাজে যুক্ত এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাওয়া অভিবাসী শ্রমিক।

২। গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকঃ- সব ধরণের অস্থায়ী এবং অ্যাপ বেসড্ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কর্মরত শ্রমিক। গিগ অর্থে প্রথাগত শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বাইরে থাকা শ্রমিক।

৩। কৃষি শ্রমিক ও তদনুরূপ অন্য সব শ্রমিকঃ- গ্রামীন অর্থনীতিতে যুক্ত সব ধরণের শ্রমজীবী মানুষ এই ই-শ্রম পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এমএনরেগা প্রকল্পের শ্রমিকরাও পারবেন।

আর কারা পারবেন?

বেসরকারি মালিকানাধীন সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের যারা EPFO (প্রফিডেণ্ড ফাণ্ড) ও ESIC-এর আওতাভুক্ত নন, তারাও পারবেন।

কারা নাম নথিভুক্ত করতে পারবে না?

১। যারা আয়কর দেয়

২। যারা EPFO-র আওতাভুক্ত

৩। যারা ESIC-র আওতাভুক্ত

৪। যারা সরকারি কর্মচারী

কী কী নথি প্রয়োজন?

১। আধার নম্বর

২। আধারের সাথে সংযুক্ত মোবাইল নম্বর

৩। তপশিলী জাতি/জনজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত হ'লে কাস্ট সার্টিফিকেট

৪। সর্বোচ্চ যতদূর লেখাপড়া করেছেন তার সার্টিফিকেট (থাকলে)

৫। ইমকাম সার্টিফিকেট (থাকলে)

৬। নমিনির আধার কার্ড

৭। ব্যাঙ্কের পাশবই; আইএফেসসি কোড, অ্যাকাউন্ট নম্বর ইত্যাদি

প্রসঙ্গত এই পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার জন্য কোনো ফিজ দিতে হবে না। বিনামূল্যে করা যাবে।

কীভাবে অসংগঠিত শ্রমিকরা নিজের তথ্য নথিবদ্ধ করতে পারবেন?

আধারের সাথে সংযুক্ত মোবাইল নম্বর দিয়ে স্মার্টফোন বা কম্পিউটর থেকে নিজেরাই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এটা করা যাবে-

১। www.eshram.gov.in এই লিঙ্কে যেতে হবে। প্রথমে যে পেজটি খুলবে সেখানে Register on e-Shram লেখা অপশনে ক্লিক করলে আরেকটি পেজ খুলে যাবে। আধারের সাথে সংযুক্ত মোবাইল নম্বর চাওয়া হবে, দিতে হবে। একটি ক্যাপচা পূরণ করতে হবে অর্থাৎ একটি বাক্সে কিছু সংখ্যা ও অক্ষর লেখা থাকবে যা দেখে দেখে পাশের ফাঁকা বাক্সে সেটি টাইপ করতে হবে (ব্যাপারটা জলের মতো সোজা)। তলায় জানতে চাওয়া হবে যে আপনি প্রভিডেন্ড ফাণ্ড ও ইএসআই-এর আওতাভুক্ত কিনা, হ্যাঁ বা না বলতে হবে। এই দুইয়ের আওতাভুক্ত হলে নাম নথিবদ্ধ হবে না। এরপর send otp অপশনে ক্লিক করলে আধার সংযুক্ত নম্বরটিতে sms-এর মাধ্যমে একটি otp আসবে। সেটি বসাতে হবে।

২। আরেকটি পেজ খুলবে তাতে আধার নম্বর চাওয়া হবে। দিতে হবে। এটি দিলে আবার একটি otp আসবে, সেটি বসিয়ে জমা দিলে আরেকটি পেজ খুলে যাবে।

৩। এখানে আধারে দেওয়া তথ্যগুলো (যেমন নাম, জন্মতারিখ, লিঙ্গ ইত্যাদি) দেখানো হবে। গোলমাল না থাকলে আপনি continue to enter other details-এ ক্লিক করবেন।

৪। আরেকটি ফোন নম্বর, ই-মেল আইডি, বিবাহিত/অবিবাহিত, বাবার নাম দিতে হবে। এরপর আপনার জাতিগত 'ক্যাটাগরি' ('জেনারেল'/'এসসি'/'এসটি'/'ওবিসি') জানাতে হবে। কাস্ট সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে (থাকলে)। নিচে রক্তের গ্রুপ, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেই সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার পরে নমিনি ডিটেইল দিতে হবে। save and continue-এ ক্লিক করে জমা দিলে আরেকটি পেজ খুলে যাবে।

৪। এখানে ঠিকানা দিতে হবে। এরপর জানতে চাওয়া হবে আপনি প্রবাসী শ্রমিক (migrant worker) কিনা! 'হ্যাঁ' হলে কেন আপনি নিজভূম ছেড়ে পরভূমে এসেছেন তার কারণ (কাজের জন্য/শিক্ষার জন্য/ বিবাহের ফলে/ অন্যান্য) জানাতে হবে। 'না' হলে তো এসবের প্রশ্ন নেই। এরপর save and continue করতে হবে।

৫। জানতে চাওয়া হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা। নিরক্ষর হলে তার অপশন থাকবে, আর লেখাপড়া করলে কতদূর অব্দি করেছেন তা জানাতে হবে। সাথে এখানে সার্টিফিকেট আপলোড করার অপশনও আছে। থাকলে দেবেন, না থাকলে না দিলেও চলবে। নিচে মাসিক আয় সংক্রান্ত কলামে নানা রকম স্ল্যাব থাকবে (যেমন ১০০০-১৫০০০ এরকম)। আপনার আয়ের স্ল্যাবটি বেছে নিতে হবে। ইনকাম সার্টিফিকেট থাকলে আপলোড করতে হবে। আবার save and continue, আবার আরেকটি পেজ খুলবে।

৬। পেশা জানতে চাওয়া হবে। এইখানে লেখা আছে primary occupation এবং তার ঠিক তলায় একটি গোলের মধ্যে খুদে অক্ষরে ছোট হাতের ইংরাজি i (আই) অক্ষরটি লেখা আছে। এর উপরে ক্লিক করলে একটি pdf খুলে যাবে। এতে বিভিন্ন পেশার নাম ও তার জন্য নির্দিষ্ট একটি কোড নম্বর দেওয়া আছে। আপনার পেশার কোডটি দেখে নিন এবং আবার আগের পেজে ফিরে এসে পেশা জানতে চাওয়া হয়েছে যেখানে সেই ফাঁকা বাক্সে সেই কোডটি লিখুন। এরপর

আপনার দ্বিতীয় কোনো পেশা থাকলে সেটিও জানতে চাওয়া হবে। যদি পেটের দায়ে আপনায় দুটি পেশার সাথে যুক্ত থাকতে হয় তাহলে দ্বিতীয় খোপে দ্বিতীয় পেশার কথাও উল্লেখ করবেন। আপনার যা পেশা, আপনি যা কাজ করেন তা আপনি শিখলেন কীভাবে? ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে নাকি কাজ করতে করতে? সেসব জানানোর অপশন থাকবে। অত:পর ফের save and continue!

৬। পরের পেজে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেল দিতে হবে। এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্ত যেকোনো রকম আর্থিক সাহায্য সরাসরি এই অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।

৭। এই পেজ save and continue করার সাথে সাথে আপনার সামনে আপনার দেওয়া তথ্যগুলো ভেসে উঠবে। মিলিয়ে নেবেন। ভুল থাকলে edit আর ঠিক থাকলে submit করবেন।

৭। এরপরই শেষ পেজটি খুলে যাবে যেখান থেকে আপনি আপনার ই-শ্রম কার্ড ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, প্রয়োজনে প্রিন্ট করে নেবেন। কার্ডে আপনার ইউনিক নম্বরও পেয়ে যাবেন।

এতকিছু না করতে পারলে বা মোবাইল নম্বরের সাথে আধার সংযুক্ত না থাকলে?

যেতে হবে নিকটবর্তী তথ্যমিত্র কেন্দ্রে। সেখানে একাজ করা হচ্ছে। অথবা অনেক জায়গায় CITU বা CITU অনুমোদিত ইউনিয়নের কর্মীরা একাজ করছেন, তাঁদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

নথিভুক্ত শ্রমিকরা কী কী সুযোগ পাবেন?

১। শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতিঃ- এখনো পর্যন্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের অনেক শ্রমিক আইনের চোখে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতিই পান না। ফলে তাঁরা শ্রমিকদের আইন স্বীকৃত অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত তো থাকেনই, সেই অধিকারগুলির দাবিও করতে পারেন না। যেমন 'র‍্যাগপিকার্স' অর্থাৎ যাঁরা পথে পথে ঘুরে আবর্জনার স্তূপ ঘেঁটে মানুষের ফেলা দেওয়া জিনিসপত্র সংগ্রহ করেন, 'শ্রমিক' স্বীকৃতি তো পান না কখনো। এরকম শ্রমজীবীরাও ই-শ্রম পোর্টালে নথিবদ্ধ হতে পারবেন। বা অনলাইন ডেলিভারি শ্রমিকদের কথাও বলা যেতে পারে। এঁরা 'শ্রমিক' হিসেবে এতদিন স্বীকৃতিই পেতেন না। কিন্তু এইখানে নিজেদের নথিবদ্ধ করতে পারবেন এবং তারপর যে ই-শ্রম কার্ড পাবেন, আইনের চোখে কার্যত সেইটেই হবে শ্রমিক হিসেবে এঁদের স্বীকৃতির দলিল।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের Ministry of Labour & Employment (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক) জানাচ্ছে, কোভিড-১৯ জনিত লকডাউনের মতো জাতীয় বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে অসংগঠিত শ্রমিকদের (বিশেষ করে প্রবাসী শ্রমিকদের) সাহায্য করার জন্য এই তথ্যভাণ্ডারকে কাজে লাগানো হবে।

৩। নথিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি (নথিভুক্ত শ্রমিক) প্রধানমন্ত্রী সামাজিক বীমা যোজনার অধীনে ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বীমা কভারেজ পাবেন।

৩। ভবিষ্যতে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ সরবরাহ করা হবে এই পোর্টালের মাধ্যমেই। চালু প্রকল্পগুলির সুযোগ পেতেও এটি সাহায্য করবে।

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চালু প্রকল্পগুলো কী কী?

১। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনাঃ- দক্ষতা বৃদ্ধি (স্কিল ডেভলপমেন্ট)-র মাধ্যমে গ্রামীণ যুব সমাজকে ন্যূনতম মজুরিতে কাজে নিযুক্ত করার প্রকল্প। এই প্রকল্পের সুযোগ পেতে গেলে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, ১৫-৩৫ বছর হতে হবে, মহিলা ও অন্যান্য অসুরক্ষিত মানুষদের জন্য বয়সের উর্ধসীমা ৪৫ বছর।

২। দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্তঃদয় যোজনাঃ- দক্ষতা বৃদ্ধির ট্রেনিং দিয়ে নিজ ব্যবসা শুরু করতে আর্থিত সহায়তা প্রদান। একজন ভারতীয় যিনি নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে চান, তিনিই এই প্রকল্পের সুবিধে পেতে পারেন।

৩। PM SVANidhi প্রকল্পঃ- ১০,০০০ টাকা কার্যকরি মূলধন ঋণ পাওয়া যাবে এই প্রকল্পে। ভারতীয় নাগরিক এমন যেকোনো পথ হকার যার কোনো কর্পোরেশন বা পৌরসভার দেওয়া সার্টিফিকেট আছে তিনিই এই সুবিধে পেতে পারেন। যারা পথ হকার সার্ভেতে চিহ্নিত হয়েছেন অথচ সার্টিফিকেট পাননি তারাও পেতে পারেন।

৪। প্রধানমন্ত্রী কৌশলা বিকাশ যোজনাঃ- এই প্রকল্পটিও আসলে দক্ষতা বৃদ্ধির আরেকটি প্রকল্প, অন্য নামে। ১৮-৪৫ বছর বয়সী যেকোনো ভারতীয় নাগরিক যিনি ১০ ক্লাস পাশ, ১২ ক্লাস থেকে ড্রপ আউট তিনিই এর সুবিধে পেতে পারেন।

৫। প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রামঃ- উৎপাদনমূলক ইউনিট তৈরি করলে ১০ লক্ষ টাকা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যবসা করলে ৫ লক্ষ টাকা লোন পাওয়া যাবে এতে। ৮ ক্লাস পাশ করা ১৮ বছরের উর্ধের যেকোনো ভারতীয় নাগরিক পেতে পারেন।

৬। প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন পেনশন যোজনাঃ- ১৮-৪০ বছর বয়সী শ্রমিক যার মাসিক আয় ১৫,০০০ টাকার বেশি নয় তিনিই এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। প্রতি মাসে ৫৫ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত দিলে ৬০ বছর বয়সের পর ৩০০০ টাকা ক'রে পেনশন পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ৫৫ থেকে ২০০ টাকা প্রিমিয়ামের ৫০% শ্রমিক দেবেন আর ৫০% দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। (যদিও একজন শ্রমিক ১৮ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে নিয়ম ক'রে টাকা জমা দেওয়ার পর যদি ৬০ বছর বয়স হওয়ার আগেই মারা যান সেক্ষেত্রে তাঁর তিলে তিলে জমানো টাকাটার কী হবে সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। পেনশনের পরিমানটাও যে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর একথাও মানতেই হবে।)

৭। এম এন রেগা প্রকল্পঃ- প্রতি বছর প্রতি পরিবার পিছু ১০০ দিন কাজ পাওয়া যাবে। ভারতের নাগরিক, গ্রামে থাকেন, ১৮ বছরের বেশি বয়স এমন যেকেউ এর সুবিধে পাবেন।

৮। প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনাঃ- মারা গেলে ২ লক্ষ টাকা পাবে মৃতের পরিবার। ১৮-৫০ বছর বয়সী ব্যক্তি যিনি EPF/ESI-এর আওতাভুক্ত নন, যাঁর সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে এবং সেই অ্যাকাউন্টের সাথে আধার সংযুক্ত তিনিই এই যোজনার আওতায় পড়বেন।

৯। গণবন্টন ব্যবস্থাঃ- দারিদ্র সীমার নিচে থাকা যে পরিবারে ১৫-৫৯ বছর বয়সী কেউ নেই সেই পরিবারকে প্রতি মাসে ৩৫ কেজি ক'রে চাল বা গম দেওয়া হবে। (যদিও ট্রেড ইউনিয়ন ও বাম দলগুলির দাবি, ভারতের প্রতিটি নাগরিককেই প্রতি মাসে মাথা পিছু ক'রে এই পরিমাণ খাদ্য শস্য বিনামূল্যে দিতে হবে।)

১০। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাঃ- যে পরিবারে ১৫-৫৯ বছর বয়সী কোনো সদস্য নেই এবং কোনো স্থায়ী কাজও নেই, এমন পরিবার গ্রামাঞ্চলে ১২ লক্ষ টাকা ও শহরাঞ্চলে ১৩ লক্ষ টাকা অনুদান পাবে বাড়ি বানানোর জন্য।

১১। বয়স্কদের পেনশনঃ- যাদের কোনো মাসিক আয় নেই তাদের কেন্দ্রীয় সরকার (বিভিন্ন বয়সের মাপকাঠিতে) ৩০০-৫০০ টাকা পেনশ্ন দেবে। রাজ্য সরকার যদি দেয় তাহলে তার পরিমাণ ১০০০-৩০০০ হতে পারে।

১২। আয়ুস্মান ভারতঃ- যে পরিবারে ১৫-৫৯ বছর বয়সের কোনো আয়কারী সদস্য নেই, তাদের চিকিৎসার জন্য ৫ লক্ষ টাকা অব্দি অনুদানের প্রকল্প।

গালভরা সব নাম, যদিও সুবিধাদি অত্যন্ত সীমীত

প্রকল্পগুলি যে প্রচুর ত্রুটিপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। খাজনার চেয়ে বাজনাই বেশি। তথাপি যেটুকু সীমীত সামাজিক সুরক্ষা পাওয়া যাচ্ছে, সেটুকুও কেউ ভিক্ষে দিচ্ছে না। সীমীত অধিকার, কিন্তু অধিকার-ই। তাই যাতে অসংগঠিত শ্রমিকদের কাছে, প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের কাছে সেগুলি যথাযথভাবে পৌঁছোয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সাথে সামাজিক সুরক্ষা আরও প্রসারিত করার দাবিতে লড়াইও করতেই হবে। লড়াই ছাড়া সত্যিই বাঁচার কোনো পথ বেঁচে নেই!

ই-শ্রম পোর্টাল এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের ভূমিকা

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীরা এই ব্যাপারটা কি আদৌ জানেন? সরকারের তরফ থেকে শ্রমিকদের অবহিত করার যথেষ্ঠ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? তাঁরা নিজেদের নাম নথিবদ্ধ করাতে পারেন, সীমীত হলেও কিছু সুযোগ সুবিধে পেতে পারেন, শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারেন, এগুলো তো অসংগঠিত শ্রমিকদের জানাতে হবে! স্মার্ট ফোনে বা কম্পিউটারে নিজেরা নাম তুলতে পারবেন সবাই? নাম নথিবদ্ধ করতে চাইলে তাঁদের একাজ্যে সাহায্য তো করতে হবে! ট্রেড ইউনিয়নগুলির এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা একাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন বলেই আশা করা যায়। CITU

কেন্দ্রীয় কমিটি তার সব রাজ্য কমিটিকে বলছে এক্ষুনি সব ধরণের অসংগঠিত শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার কাজকে পাখির চোখ ক'রে নেমে পড়তে।

ইন-মাইগ্রেন্ট প্রসঙ্গেঃ

ইন-মাইগ্রেন্ট অর্থাৎ ভিন রাজ্য থেকে আমাদের রাজ্যে আসা অভিবাসী শ্রমিক। তাঁদের নাম নথিবদ্ধ করার কাজে নেমেছে রাজ্যের শ্রম মন্ত্রক। কী লাগবে এর জন্য?

১। আধার কার্ডের জেরক্স (পশ্চিমবঙ্গের বাইরের অর্থাৎ যে রাজ্য থেকে এসেছেন সেখানকার ঠিকানার কার্ড)

২। ব্যাঙ্কের পাশবই-এর জেরক্স। অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএসসি কোড। ব্যাঙ্কের নাম, শাখার নাম।

৩। আয়ের সীমাঃ- ৮০০০

১০০০০

১২০০০

৪। পরিবারে আয় করেন না এমন ক'জন আছেন (নির্ভরশীল)

৫। কোনো এমারজেন্সিতে যোগাযোগ করার ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যেখান থেকে এসেছেন সেখানকার অর্থাৎ স্থায়ী ঠিকানা ও বাড়ির কারোর নম্বর)

৬। শ্রমিকের নিজের মোবাইল নম্বর (যেটি এখানকার)

৭। শিক্ষাগত যোগ্যতা।

ইন-মাইগ্রেন্ট-এ নথিভুক্ত হ'লে বর্তমানে পাঁচ কেজি পরিমানের ফুড কুপন সহ ভবিষ্যতে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য অন্যান্য প্রকল্প ঘোষিত হ'লে তার সুবিধে পাওয়া যাবে। বিপদ-বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও আগের বারের মতন অবস্থা মোকাবিলা করা যাবে ব'লে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে নাম নথিবদ্ধ করার জন্য শ্রম দপ্তরে যেতে হবে।

আর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের কোথায় যেতে হবে?

যেতে হবে শ্রমিকদের কাছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি অসংগঠিত শ্রমিকের কাছে। যাঁদের কাছে এখনো গিয়ে পৌঁছোনো যায়নি, যেতে হবে তাঁদের কাছে। CITU-র ডাক তো এটাই।